

ঁারা রূপ দিয়েছেন :

স্বমিত্রা দেবী, বনানী চৌধুরী, দেবী মুখাজ্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস,
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবিৰায়, শ্রীল মজুমদার, কেষ্ঠন মুখোঃ, কাহু
বন্দেয়াঃ (এ্যাঃ) ডাঃ হরেন মুখাজ্জী (এ্যাঃ), রঞ্জিত রায়, তুলসী
চক্ৰবৰ্তী, বেচু সিংহ, নপতি চট্টোঃ, বিপিন মুখাজ্জী, শৈলেন
পাল, আশু বোস, কুমার মিত্র, বলীন সোম, ভৱত চৌধুরী,
ডাঃ মনো ভট্টাচার্য, ননী মজুমদার, ধীরেন রায়, অহি
সাগাল, উষা, শাস্তা, আশা, নমিতা এবং আরো
অনেকে...

অভিযোগ



আৰ ঘূষ নেওয়াৰ কাৰণও হ'লো বাসন্তী নিজে। নিতাইদাৰ ঘাড়ে চেপে না
ব'সলৈতো, তাৰ সংসাৰ এমন অচল হ'বে প'ড়তোনা। নিতাইদাৰ তাৰ অন্ত
যথেষ্ট ক'ৰেছে, স্বৰীৱক অনেক লাখনা ভোগ ক'ৰেছে। না—না—না, আৰ নয়।
স্বৰীৱকে তাৰ অন্ত এতোখনি নীচে নেবে যেতে দেবে না। নিজেৰ হংখেৰ
আগুনে অহকে আৰ আলাবে না। আজ-ই সে চ'লে যাবে...

কিন্তুই সে চ'লে গেল অবলা-আশ্রমে। যাব কামনাৰ লোকুপ মৃষ্টি দুৰে মৱছিল
তাকে ধিৰে, স্বেচ্ছায় এসে ধৰা দিল সেই কুপাশংকৰেৰ থপ্পৰে। কিন্তু যখন সে
বুৰাতে পালো, এটা অবলা আশ্রম নৱ,—জেলখনার-ই-নামাস্তৰ ; তখন শত চেষ্টা
ক'ৰেও সে দেৱলৰার পথ খুঁজে পেলো না। ধনীৰ দেৱেৰ রস্তা পথে কুড়িয়ে-পাওয়া
একটি মেৰোকে আশ্রমে রাখতে গিয়ে, দেখতে পেলো বাসন্তীকে। স্বৰীৱেৰ
ওপৰ তাৰ হুৰ্বলতাৰ কথা অনেকদিন আগে-ই সে জানতো। সমস্ত মন গোণ
নিজে ভালবাসলৈও ছায়াৰ মত স'ৱে দীড়ালো সে। স্বৰীৱেৰ কাছে কোনদিনই
তাৰ ভালোবাসাৰ মৰ্যাদা সে পায়নি। আজো হয়তো স্বার্থ-ত্যাগেৰ কোন মূল্যও
সে পাৰে না ? তবু সে স্বৰীৱকে জানালো বাসন্তীৰ বিপদেৰ কথা। বিচলিত স্বৰীৱ
নিষ্পত্তি রাতে তাকে উদ্ধাৰ ক'র্তে গিয়ে নিজেই ধৰা প'ড়ে গেল।

কুপাশংকৰও স্বয়োগ পেয়ে স্বৰীৱকে হাজতে বন্দী ক'ৰে রাখলো। কিন্তু অন্দ
কৰাৰ আৰ এক ফন্দী ঝাঁটুলো। বাসন্তীৰ কাকাকে থবৰ দিয়ে আনিয়ে, এক লম্পটোৱ
সঙ্গে ওৱ বিয়েৰ ব্যৱস্থা কলো। এই বড়য়ৱপূৰ্ণ জবৰদস্তিৰ বিৰুদ্ধে দীড়াবাৰ
মত শক্তি বাসন্তীৰ নেই। তাই য়জন-চালিতেৰ মত সে বিয়েৰ আসৱে এসে ব'সলো।

কিন্তু কুপাশংকৰেৰ গ্যাড়ত্বাকেট এতোবড় অচায়কে প্ৰশ্ৰম দেওয়া সমীচীন
মনে ক'লোনা। এই বিয়ে ভেঙে দিতে স্বৰীৱকে-ই তাৰ প্ৰয়োজন। তাই নিজেৰ

যাইহৈ স্বৰীৱকে সেদিন মুক্তি দিল। বাসন্তীৰ বিয়েৰ থবৰ ও তাকে জানালো।

যুক্তি বিলৰ না ক'ৰে স্বৰীৱ সেখানে গেল। কোন বাধা-ই তাকে প্ৰতিৰোধ ক'র্তে পালোনা। হৈন-কুটষ্ট্যস্কুলকাৰী
কুপাশংকৰেৰ টুঁটি চেপে ধ'লো তাৰ বলিষ্ঠ ছুটি হাতে। পুলিশ তাকে শ্ৰেষ্ঠাৰ ক'ৰে নিয়ে গেল—নৱহত্যাৰ চেষ্টার অভিযোগে।
কিন্তু গতিকাৰ অভিযোগ কাৰ বিৰুদ্ধে ?
দেশনেতা কুপাশংকৰ, না—কৰ্তব্যপ্ৰাপ্তি স্বৰীৱ ?

সংগীত

(কোরাস)

ঘূৰেৰ দেশে কে জাগে আজ দাও সাড়া।
হাতে পাৱে শিকল বুৰি তাই নাড়া।
সেই শিকলেৰ বৎকাৰে
মুচুক মনেৰ শৎকাৰে,
বনেদী পাপ সাফ-কৰা বড় পাক ছাড়া।
দিকে দিকে দেখ না চেষ্টে
আকাশ লালে লাল,
আগুন হ'য়ে অ'লছে যত
সাবেকী জফাল।
পুৱামো ভিৎ নড়বড়ে
আগুন ভাৱে যাঘ প'কে,

শূতন যুগেৰ মাছিম এবাৰ
আপন পায়ে দীড়া।

(বাসন্তীৰ গান)

সাধ ছিল মোৰ বাঁধবো দুধে
বাঁধবো ছোট ধৰ।
জানলা দিয়ে দেখা যাবে
বাঁকা নদীৰ চৰ।
দিনে নদীৰ ছলছলানি
ৱাতে তাৱায় বলমলানি
তাৱি সাধে সুৱ মিলিয়ে
জীবন মনোহৰ।
কে জানিত ছিল তুফান
ঁইশান কোনে জেগে,
ধৰ ভাসাৰে ক্ষ্যাপা নদীৰ
হঠাতে বানেৰ বেগে।
সাধেৰ সে ধৰ গেছে ভেসে
ছড়ালো আজ সকল দেশে,
ধৰেৰ প্ৰদীপ প্ৰলয় শিৰায়
সজলো ভয়ংকৰ।

হাইকোর্ট সেসনে তাৱি বাচার হ'লো।.....



(রত্নার গান)

পথিক হেথায় বারেক ঘদি থামতে ।
 ছায়া-বিহীন ধূমর মর-প্রাণ্টে ।
 ধূ ধু বালুর মাবে হারা।
 মরা নদীর একটি ধারা,
 দেখতে পেতে প'ড়ে আছে
 নীরব একান্তে ।

কী পরিহাস ললাটে তার লিখা,
 সাগর যাহার ধেয়ান ছিল
 সে আজ মরীচিকা ।

হেথায় সবার আগোচরে
 কি নামখানি বুকে ধ'রে
 তিলে তিলে শুকালো সে
 হায় ঘদি জানতে ।

* * *
 ফিরবেনা গো এ-তরী আর ফিরবেনা !
 তীরের সাথে ঘুচেছে তার লেনা দেনা ।
 যে-হাওয়া তার ছেঁড়া পালে
 যে-চেটে লাগে ভাঙা হালে
 রসাতলের তলায় ছাড়া
 নাহ তাদের নৌড় চেনা ।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণনাথ পাল কর্তৃক
 সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৬৪নং হরি ঘোষ প্রীটি কলিকাতা,
 আর্ট সার্ভিস ও প্রিস্টাস' লিঃ হইতে মুদ্রিত

ছায়া-শীতল বটের তলায়
 কোথায় সে ঘাট খালি,
 ভোরের বেলায় কখন তারে
 দিয়েছে হাতছালি ।
 আকুল রাতের অঙ্ককারে
 সেই ব্যথা কি বিলিক মারে,
 অট হাসে জানায় আকাশ
 সেধায় তরী ভিড়বেনা ।

(বাসন্তীর গান)

জানি জানি আর পড়ে না মনে ।
 তবু, পথ চেয়ে ধাকি অকারণে ।
 ঘদি ও কখনো ভুলে
 তাকাবেনা আঁখি তুলে,
 তবু, দীপ ছেলে রাখি বাতায়নে ।
 শুঁ এ-হৃদয়ের বালুচরে,
 একটি আশাৰ লতা শুকায়ে মুৱে ।
 কবে কুস্মের মাসে
 হেসে ব'সেছিলে পাশে,
 মর্মৱের ঝরাপাতা তারি শ্রবণে ।

ଅଟିଥ୍ୟ

ପ୍ରିଚାଳନା: ଶୁଣୀଲ ଶକ୍ତିମାନ



ইলেক্ট্রো পিকচার্সের সহযোগীতায়

—বাসন্তিকার—

অভিব্রূণ

প্রযোজক
কাহিনী, সংলাপ ও গান

সুরশিল্পী

আবহ-সংগীত

চির-শিল্পী

শব্দ-যন্ত্রী

রামায়নিক

সম্পাদক

শিল্প-নির্দেশক

চিরাংকন

আলোক-সম্পাদ

কৃপ-সজ্জা

ব্যবস্থাপক

সুধীরচন্দ্র শুভ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শৈলেশ দত্ত শুণ্ঠি

বাসন্তিকা অর্কেষ্ট্রা

বিভূতি লাহা, নিমু দাশগুপ্ত

যতান দত্ত

শৈলেন দোষাল

বৈঞ্চানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তারক বসু, গোপী সেন

দিগেন রায়

সুখাংশু ঘোষ, অনিল দাস

নারায়ণ চক্রবর্তী, কমল চক্ৰঃ

অভয়নন্দ দাস, মুলি

কানাই মুখোপাধ্যায়

প্রচার সচিব
চিরচালনায়

শৈলেশ দত্ত শুণ্ঠি

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ
কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ

সহকারী :

ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফনী গাঙ্গুলী,

শচীন দত্ত, বিমল বোস

চির-শিল্পী

শব্দসন্দে

সম্পাদনায়

রামায়নে

সংগীতে

ব্যবস্থাপনায়

রামকুমার চন্দ

সুশীল মজুমদার

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ

সাধন

রায়

বিজয় ঘোষ

তারক দাস

অজিত

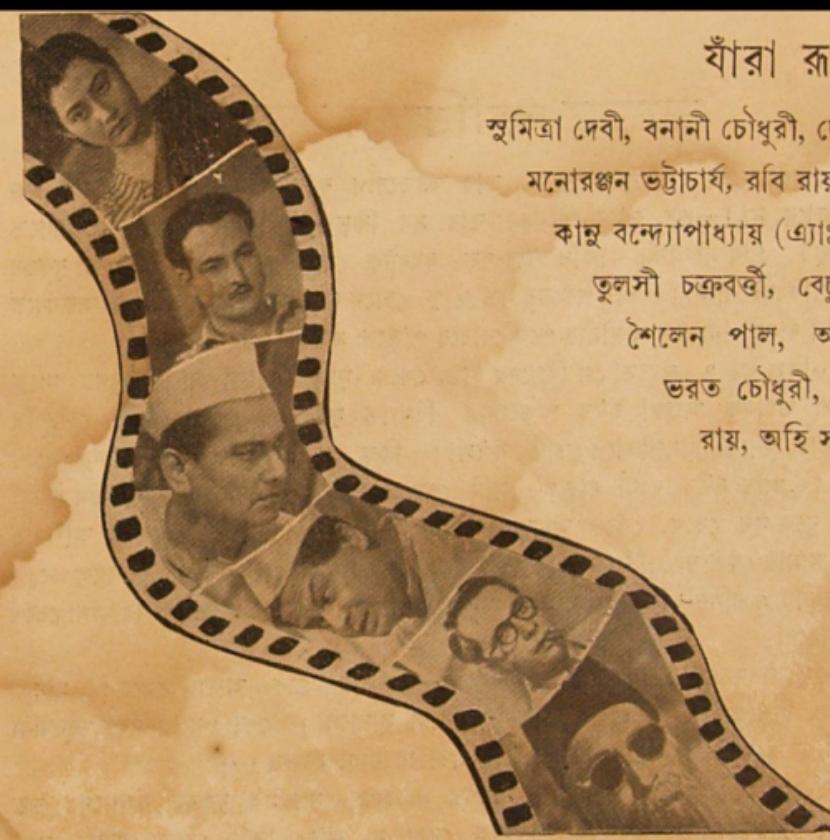
দাস

অনিত

মুখোপাধ্যায়

শৈলেন

চট্টোপাধ্যায়



ঘাঁরা কৃপ দিয়েছেন :

সুমিত্রা দেবী, বনানী চৌধুরী, দেবী মুখার্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস,
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, সুশীল মজুমদার, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়,
কামু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), ডাঃ হরেন মুখার্জী (এ্যাঃ), রঞ্জিং রায়,
তুলসী চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, নপতি চট্টোঃ, বিপিন মুখার্জী,
শৈলেন পাল, আশু বোস, কুমার মিত্র, বলীন সোম,
ভরত চৌধুরী, ডাঃ মন্মথ ভট্টাঃ, ননী মজুমদার, দীরেন
রায়, অহি সান্তাল, উষা, শাস্তা, আশা, নমিতা এবং
আরো অনেকে...

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

কমলালয় ষ্টোরস্ লিঃ

কে, আর, লিন্চ, লিঃ

বঙ্গবাজার মুকুল সংঘ

মোহনবাগান ক্লাব

ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল

হস্পিটাল



কাহিনী

বিপদের শুঁখল ঘার পায়ে পায়ে, তার অভিযোগ কার বিকলে? বাসন্তী নিজেও তা' জানে না।—শুধু জানে একদিন তার সব কিছু-ই ছিল, আর আজ সর্বস্ব হারাতে ব'সেছে। গ্রাম সম্পর্কের কাকার গায়ে-পড়া দরদন্তু যে নিছক স্বার্থে জড়িত, তা ব'কতে তার বাকি রইলো না। তার শহুন্মের মত তীক্ষ্ণ চোখে ধূলি দিয়ে একদিন রাত্রির অক্ষকারে নিঃসন্দেহ বাসন্তী নিঃশব্দে অজানার পথে বেরিয়ে প'ড়লো মাকে নিয়ে...

...কিন্তু কই? তবুতো সে বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলো না। পথের মাঝে ওর মা ভয়ানক অস্ত্রণা হ'য়ে প'ড়লেন। বিধ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় স্বীর চৌধুরীর সহায়তায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি ক'র্লো। কিন্তু ওপার থেকে ঘার ডাক আসে, মাঘের বুকে মুখ রেখে, কেনে আকুল হ'লো বাসন্তী। সজল নয়নে ব'ললো: আপনার ব'লে আমার কেউ রইলো না স্বীরবাবু? স্বীরের সহজ সরল দৃদয় বেদনায় ছলে ওঠে। তার স্বনীর ও বলিষ্ঠ হাতখানি বাড়িয়ে দিল। ১০০ বাসন্তী ও তার হাতের ওপর মাথা বেরে থেব কাঁদলো...

কিন্তু পরক্ষণেই স্বীরের ভাবনা হ'লো—কোথায় ওকে আশ্রয় দেবে? মামাৰ বাড়ীতে রাখতে গিয়ে নিজের আশ্রয়টুকুও সে হারালো। শেষ পর্যন্ত নিতাই ভট্টাচার্য ওকে ঠাই দিলো। গরীবরা এমনি ক'রেই গরীবের সাহায্য করে।...

এদিকে মুক্তিসভের প্রতিষ্ঠাতা সর্বেশ্বর মহারাজ, মাঝের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পর্যটনে বেরুবেন। কিন্তু স্বীরের সঙ্গে দেখা না ক'রে তিনি যেতে পারেন না। কৃপাশংকর স্বয়েগ পেয়ে ব'ললো: ওর কি আর দায়িত্বজ্ঞান আছে? তৈরুকর্ত্ত্বে জবাব

দিলেন সর্বেশ্বর মহারাজ: হয়তো দায়িত্বজ্ঞান আছে ব'লেই সে আসতে পারেন। ১০০ বাসন্তী আমি চল্লম। এই চিঠিখানা স্বীরকে দিও। মুক্তিসভের ভার আমি তাকে-ই দিয়ে গেলুম। ১০০ মনে রেখো, সম্মুখে তোমার বিরাট পরীক্ষার দিন কৃপাশংকর। যদি জ্যৌ হ'তে না পারো, তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গুরুদেব চ'লে গেলেন।...

কৃপাশংকর চিঠিখানি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। এমন সময় স্বীর ঘরে ঢুকলো। কৃপাশংকরকে গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস ক'র্তে-ই সে ব'ললো: তিনি চ'লে গেছেন। মুক্তি-সভের ভার তিনি আমাকে-ই দিয়ে গেছেন। আর তোমাকে ব'লেছেন, এ-বিষয়ে আমার সাহায্য ক'র্তে।

অভিমান ভরে স্বীর বলে: তার কি এটুকু বিশ্বাসও আমার উপর ছিল না যে তিনি না ব'লে গেলেও তোমার সাহায্য ক'র্বে?"

কৃপাশংকরের চোখে মুখে তখন জরের চিহ্ন। ১০০ মে আজ মুক্তি-সভের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। দেশ নেতার মুখোস পরে অন্যায়ে সে পাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'র্তে,—পার্বী জন সেবার নাম ক'রে জনগণকে শোষণ ক'র্তে!

এমনি ক'রেই একদিন জনসাধারণের অর্থে দাতব্য হাসপাতালের পরিবর্তে গ'ড়ে উঠলো কৃপাশংকরের নিজের প্রাসাদ। চোরাকারবারের মুনাফায় দিন দিন বাড়তে লাগলো তার অর্থ ও প্রতিপত্তি,—আর স্বীরের বাড়লো ততোধিক বিপদ। এমন কি বাসন্তী ও তাকে ভুল বুঝলো। তার ধারণা, চারিট খেলায় স্বীরের পরাজয়ের পেছনে র'য়েছে বিপক্ষীয়দলের ঘূষ। আর ঘূষ নেওয়ার কারণও হ'লো বাসন্তী নিজে। নিতাইদার ঘাড়ে চেপে না ব'সলেতো, তার সংসার এমন অচল ত'য়ে প'ড়তো না। নিতাইদা তার জন্ম যথেষ্ট ক'রেছে, স্বীরও অনেক লাঙ্গনা ভোগ করেছে। না—না—না, আর নয়। স্বীরকে তার জন্ম এতোখানি নীচে নেবে যেতে সে দেবে না। নিজের দৃঃখ্যের আগন্তে অস্তকে আর জালাবে না। আজ-ই সে চ'লে যাবে...





সত্যাই সে চ'লে গেল অবলা-আশ্রমে। যার কামনার লোলুপ দৃষ্টি ঘূরে মরছিল তাকে
ধিরে, স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিল সেই কৃপাশংকরের থপ্পরে। কিন্তু যখন সে বুরতে পার্লো,
এটা অবলা আশ্রম নয়,—জেলখানার-ই নামাস্তর; তখন শত চেষ্টা ক'রেও সে বেঙ্গবার
পথ খুঁজে পেলো না। ধনীর মেঝে রঞ্জ পথে কুড়িয়ে-পাঁওয়া একটি মেঝেকে আশ্রমে
রাখতে গিয়ে, দেখতে পেলো বাসন্তীকে। স্বীরের ওপর তার হৃষ্গতার কথা অনেকদিন
আগে-ই সে জানতো। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও ছায়ার মত স'রে দীড়ালো
সে। স্বীরের কাছে কোনদিনই তার ভালবাসার মর্যাদা সে পায়নি। আগে হয়তো
স্বার্থ-ত্যাগের কোন মূলাও সে পাবে না? তবু সে স্বীরকে জানালো বাসন্তীর বিপদের
কথা। বিচলিত স্বীর নিষ্ঠতি রাতে তাকে উক্তার ক'র্তে গিয়ে নিজেই ধরা প'ড়ে গেল।

কৃপাশংকরও স্বয়েগ পেয়ে স্বীরকে হাজতে বন্দী ক'রে রাখলো। কিন্তু জন্ম করার
আর এক ফন্দী আঁটলো। বাসন্তীর কাকাকে থবর দিয়ে আনিয়ে, এক লস্প্টের সঙ্গে ওর
বিয়ের ব্যবস্থা কর্লো। এই যত্নপূর্ণ জবরদস্তির বিকলে দীড়াবার মত শক্তি বাসন্তীর
নেই। তাই যন্ত্র-চালিতের মত সে বিয়ের আসরে এসে ব'সলো।

কিন্তু কৃপাশংকরের গ্রাউন্ডেকেট এতো বড় অচ্ছায়কে প্রশংশ দেওয়া সমীচীন মনে
ক'র্লোনা। এই বিয়ে ভেঙে দিতে স্বীরকে-ই তার প্রয়োজন। তাই নিজের দায়িত্বে
স্বীরকে সেদিন মুক্তি দিল। বাসন্তীর বিয়ের থবর ও তাকে জানালো।

মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে স্বীর সেখানে গেল। কোন বাধা-ই তাকে প্রতিরোধ ক'র্তে
পার্লোনা। হীন-কুটবড়বন্দুকারী কৃপাশংকরের টুটি চেপে ধ'রলো তার বলিষ্ঠ ছুটি হাতে।
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল—নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে। কিন্তু সত্যিকার
অভিযোগ কার বিকলে? দেশনেতা কৃপাশংকর, না—কর্তব্যপরায়ণ স্বীর?

হাইকোর্ট মেসনে তারি বিচার হ'লো।.....

≡(সংগীত)≡

(১)

(কোরাস)

স্বের দেশে কে জাগে আজ দাও সাড়া।

হাতে পায়ে শিকল বুঝি তাই নাড়া।

সেই শিকলের বংকারে

সুচক মনের শংকারে

বনেদী পাপ সাফ-করা ঝড় পাক ছাড়া।

দিকে দিকে দেখনা চেয়ে

আকাশ লালে লাল,

আগুন হ'য়ে জ'লছে যত

সাবেকী জঙাল।

পুরানো ভিৎ নড়বড়ে

আপন ভারে ধায় প'ড়ে,

নৃতন যুগের মাহুষ এবার

আপন পায়ে দীড়া।



(২)

(বাসন্তীর গান)

সাধ ছিল মোর বীধবো স্বপ্নে

বীধবো ছেট ঘর।

জানলা দিয়ে দেখা যাবে

বীকা নদীর চর।

দিনে নদীর ছলছলানি

রাতে তারায় বলমলানি

তারি সাথে স্বর মিলিয়ে

জীবন মনোহর।

কে জানিত ছিল তুফান

ঈশান কোনে জেগে,

ঘর ভাসাবে ক্ষ্যাপা নদীর

হঠাত বানের বেগে!

সাধের সে-বর গেছে ভেসে

ছড়ালো আজ সকল দেশে,

ঘরের প্রদীপ প্রলয় শিখায়

সাজলৈ ভুঁয়কর !

(৩)

(রত্নার গান)

পথিক হেঠায় বারেক যদি থামতে ।

ছায়া-বিহীন ধূসর মর-প্রাণে ।

ধূ-ধু বালুর মাবে হারা ।

মরা নন্দির অকৃটি ধারা,

দেখতে পেতে প'ড়ে আছে

নীরব একাণ্ঠে ।

বী পরিহাস ললাটে তার লিখা,

সাগর যাহার ধেয়ান ছিল

দে আজ মরীচিকা ।

হেথায় সবার আগোচরে

কি নামথানি বুকে ধ'রে

তিলে তিলে শুকালো সে

হায় যদি জানতে ।

* * *

ফিরবে না গো এ-তরী আর ফিরবে না !

তীরের সাথে ঘুচেছে তার লেনা দেবা ।

যে-হাওয়া তার ছেড়া পালে

যে ঢেউ লাগে ভাঙা হালে

রসাতলের তলায় ছাড়।

নাই তাদের নীড় চেনা ।

ছায়া শীতল বটের তলায়

কোথায় সে ঘাট থানি,

ভোরের বেলায় কখন তারে

দিয়েছে হাতচানি ।

আকুল রাতের অক্কারে

দেই বাথা কি বিলিক মারে,

অট্ট হাসে জানায় আকাশে

দেখায় তরী ভিড়বে না ।

(৪) ৪

(বাসন্তীর গান)

জানি জানি আর পড়ে না মনে ।

তব, পথ চেয়ে থাকি অকারণে ।

যদি ও কখনো তুলে

তাকাবে না আঁধি তুলে,

তব, দীপ জেলে রাখি বাতাসনে ।

শৃঙ্খ এ-হাদরের বালুচরে,

একটি আশাৱ লতা শুকায়ে মৰে ।

কবে কুসুমের মাসে

হেসে ব'সেছিলে পাশে,

মর্মৱে ঝৰাপাতা তাৰি শৱণে ।

প্রাইমা ফিল্ম (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রক

এবং ১৮নং, বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটস্থ দি ইষ্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিণ্টিং ও

লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত ।

মনা হুই আনা

খণ্ড) - ৩২ -

ঝৰাম পরিবেশক- প্রাইমা ফিল্ম (১৯৩৮) লিঃ